R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৩০শে জুন, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

## বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়ে জঙ্গিপুরে পুরবোর্ড গড়ছেন সি পি এম

বিমান হাজরা : একদা যে জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ে বামফ্রন্ট মহলে রাজ্যব্যাপী ঝড় উঠেছিল, সোমবার সেই পুরসভাতেই বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়েছে সি পি এম। রাজনৈতিক মহলকে চমকে দিয়ে ১৫ সদস্যক পুরসভায় ১০ জনের সমর্থন নিয়ে সি পি এম জোট বর্তমান পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখারজির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপ-পুরপতি পদ থেকে পরমেশ পাণ্ডে ঐ দিনই পদত্যাগ করেছেন। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ সি পি এমের নতুন পুরবোর্ড গঠিত হবার সম্ভাবনা। আগন্তুক বোর্ডের পুরপতি হবেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তিনি সি পি এমের লোকাল কমিটির সম্পাদক। উপ-পুরপতি হিসেবে আবদুল হাকিম গজনবী শপথ নেবেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। গত বছর ৯ জুলাই নির্দল, এস ইউ সি এবং আর এস পি'র সাকুল্যে ৮ সদস্যের সমর্থন নিয়ে সি পি এম থেকে বেরিয়ে আসা হরিপ্রসাদ মুখারজির নেতৃত্বে বর্তমান পুরবোর্ড গঠিত হয়। ৭ সদস্যের সি পি এম—সি পি আই জোট পুরসভায় ছিলেন বিরোধী গোষ্ঠীতে। বর্তমানে সি পি এম ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী থেকে ৩ সদস্যকে নিজেদের সমর্থনে এনে নিজেদের শক্তি ৭ থেকে বাড়িয়ে ১০-এ দাঁড় করিয়েছেন। যাঁরা ক্ষমতাসীন জোট থেকে সরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অপূর্ব সরকার, সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল এবং আবদুল হোসেন। ঐ ৩ সদস্য ক্ষমতাসীন জোট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট কারণ দর্শাননি। খবর লেখা পর্যন্ত সমর্থন প্রত্যাহারকারীদের অন্যতম আবদুল হোসেনকে

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## অশান্তির মূলে যথেচ্ছ অস্ত্র ও বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুজাপুর ও চরক। এলাকায় ক্রমাগত অশান্তির ঘটনায় রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ তিতিবিরক্ত। দুটি দলের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের গ্রাম্য বিরোধ এখন দুটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেওয়ায় পুলিশ কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। এক পক্ষের মদতদাতা সি পি এম অন্য পক্ষকে মদত দিচ্ছেন কংগ্রেস ই। এক পুলিশ অফিসারের মতে, কড়া ব্যবস্থা নিতে গেলেই হৈ চৈ হচ্ছে। তাই তাঁরা এখন ঐ এলাকার গোলমাল নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। পুলিশের ধারণা, দুটি পক্ষের হাতেই প্রচুর আন্‌লাইসেন্‌ড আর্মস্‌, বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। উভয় পক্ষই ঐ এলাকায় সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। পুলিশের কাছে প্রায় প্রতিদিনই বোমাবাজী ও মারদাঙ্গার খবর আসছে। বেশীর ভাগ ঘটনা পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে না। পুলিশের বিশ্বাস যথেচ্ছভাবে অস্ত্রশস্ত্র পেয়েই উভয় পক্ষ সংঘর্ষ বাধাচ্ছে।

## প্রধান ঘেরাও, তিন সদস্যের সভা ত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : খাটিয়ে মজুরি না দেওয়ায় মঙ্গলবার বিকেলে রাজানগরের একদল মজুর রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সি পি এমের প্রধান অভয়পদ পাণ্ডেকে ঘেরাও করেন। ঐ সময় অফিসে পঞ্চায়েতের একটি সভা চল-ছিল। মজুরদের অভিযোগ, মাস কয়েক আগে গ্রামে পঞ্চায়েতের কাজে তারা মজুর খাটেন। কিন্তু অদ্যাবধি প্রধান তাদের মজুরী দেননি। দীর্ঘদিন

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## সাঁঝবেলায় পিয়নের চিঠি শহরবাসীদের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শাখা ডাকঘরটি জেলার অন্যতম মুখ্য ডাকঘর হিসেবে চিহ্নিত হয়। হলেও রঘুনাথগঞ্জ শহরে ডাক বন্টন ব্যবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে বহু শহরবাসীর হাতে ডাকের চিঠি পৌঁছুতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ খবর মিলেছে, প্রধান ডাকঘর স্থাপনের পর শহরে দু'দফে ( সকালে ও বিকেলে ) ডাক বিলি নিয়ে উপর মহলে চিন্তাভাবনা চলছে। ডাক বন্টনে বিলম্বের জন্য বহু সরকারী অফিস মানি অর্ডার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। কারণ সরকারী অফিসগুলিতে আর্থিক লেন-দেন বেলা দুটোর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ঐ সময়ের পরে শুরু হয় শহরে ডাক বিলির কাজ। তাই সরকারী অফিসের কর্মচারীরা এম ও রিসিভ করে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ডাক বন্টনে বিলম্বের জন্য সাধারণ গেরস্থরাও ঠিক সময়ে চিঠি-পত্র পাচ্ছেন না। অনেকের কাছে চিঠি পৌছচ্ছে সাঁঝেরবেলায়। ফলে জরুরী পত্রের উত্তর দান সেদিন আর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। মানুষজনের হাতে ক্রমাগত হেনস্থা হচ্ছেন পিয়নেরা। খবর নিয়ে জানা গেছে ডাক বন্টন বিলম্বিত হওয়ার মূলে ডাক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি। কারণ গত বিশ বছরে শহর এবং শহর লাগোয়া গ্রামগুলিতে পিয়নের সংখ্যা বাড়েনি। অথচ রঘুনাথগঞ্জ শহরে ডাকঘর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪টিতে। লোকবসতি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বাণিজ্য বেড়েছে। শুধু বাড়েনি ডাক পিয়নের সংখ্যা। ফলে বেচারা ৪ জন পিয়ন আপ্রাণ চেষ্টা করেও চিঠি-পত্র যথাসময়ে প্রাপকের হাতে পৌছে দিতে পারছেন না। এই ৪ জনের মধ্যে ৩ জন শহরের পল্লীগুলিতে অন্যজন থাকেন শহর লাগোয়া গ্রামগুলিতে

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## পুলিশের চোখে ছেঁদু 'মোটামুটি ভাল লোক'

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাধারণ মানুষ যার নামে আঁতকে উঠত এবং পুলিশ যাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য ছিল বদ্ধপরিকর আলের উপর গ্রামের সেই ছেঁদু মণ্ডল মৃত্যুর পর পুলিশের চোখে হয়ে উঠেছে 'মোটা-মুটি ভাল লোক।' ছেঁদুর নামে পুলিশের কাছে একাধিক ডাকাতি ও ছিনতাই-এর অভিযোগ থাকলেও পুলিশ নাকি এখন তার মত বদলেছে। একটি রিপোর্টে তারা নাকি বলেছে যে, ছেঁদু চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাই-এর সঙ্গে জড়িত ছিল না। কয়েক সপ্তাহ আগে বোমের আঘাতে তার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু নিয়ে পুলিশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা রুজু করেছে।

## নির্দ্দেশ না মেনে পুর স্কুলে পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে জঙ্গিপুর পুরসভার রঘুনাথগঞ্জ গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে '৮২ বর্ষে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে কেন—সি পি এম নিয়ন্ত্রিত আগন্তুক পুরবোর্ডের কাছে তা নিয়ে অভিযোগ যেতে পারে। অন্যান্য ২৭টি প্রাথমিক শিক্ষকেরা ঐ স্কুলের ঘটনাবলী জানিয়ে আগন্তুক পুরপতির কাছে পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে নির্দ্দেশ চাইবেন। খবর মিলেছে, সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্কুলটি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে পরীক্ষা বাবদ যথারীতি ফি আদায় করেছে। অন্য একটি পুর প্রাথমিকে ফি আদায় করা হোলেও শেষ পর্যন্ত অবস্থা বুঝে পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়।

## অবৈধ মাছ শিকার

ফরাক্কা : ফরাক্কা ব্রীজের নিষিদ্ধ এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে সি, এস, এফের সহায়তায় এক শ্রেণীর জেলেরা হাজার হাজার টাকার মাছ ধরছে। নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্রীজের নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে কেও মাছ ধরতে পারে না। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র জেলেদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা এ ব্যাপারে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

## ॥ সড়ক-নিরাপত্তা ॥

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা হইতে উমরপুর মোড় পর্যন্ত সড়কটি নানা কারণে এখন গুরুত্বপূর্ণ। উমরপুরে গভীর রাত্রিতে দূরপাল্লার বাস হইতে নামিয়া অনেকেই শহরে আসেন, অথবা শহর হইতে অনেকে দূরপাল্লার রাত্রিকালীন বাস ধরিতে সেখানে যান। অনুরূপভাবে বলা যায়, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন হইতে রাত্রির যাত্রীরা শহরে আসেন অথবা রাত্রির ট্রেন ধরিতে ষ্টেশনে যান। কিন্তু উমরপুর পর্যন্ত এই পথে কোন বাতির ব্যবস্থা অদ্যাপি হইল না। যাত্রীসাধারণের পক্ষে ইহা বিশেষ অসুবিধাজনক শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে।

আমরা অনেক দিন পূর্বেই আমাদের পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কাজ এ পর্যন্ত হয় নাই।

সাম্প্রতিক কালে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, ট্রেন-ডাকাতি, গৃহস্থ বাড়ী-ডাকাতি, রাস্তায় ছিনতাই যে হারে ক্রমবর্দ্ধমান হইয়াছে, তাহাতে কী শহর, কী গ্রাম—প্রত্যেক জায়গার মানুষই সদা শঙ্কিত। আবার রাস্তায় হামলা ত গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। ফুলতলা হইতে উমরপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। রাস্তায় যাত্রী সাধারণের সর্বস্ব ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটিয়াছে। এমন কি রাত্রিকালীন সিনেমা-শো এর পর পুরুষ, নারী প্রভৃতিদের এই পথ দিয়া চলাচল নিরাপদ নহে। রাস্তা আলোকিত থাকিলেও পথে কাড়াকাড়ির ব্যাপার একেবারে বন্ধ না হইতে পারে; কিন্তু লোকজন সাহায্যার্থে ছুটিয়া যাইতে অবশ্যই পারেন এবং আক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষাও করিতে পারেন।

বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যশাসনের ভার পাইয়াছেন। প্রথম দফায় না হয় হালচাল বুঝিতেই কাটিয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের রাজ্যশাসনকালে এত বড় আবশ্যিক দিকটি যেন উপেক্ষিত না হয়, এই অনুরোধ আমরা করিতেছি। জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে এই উপকারটুকু করিলে এই সরকার জনদরদীর পরিচয় দিবেন ইহা নিঃসন্দেহ।

## ॥ ভিন্ন চোখে ॥

গাড়ির ঘাটে এসে থেমে গেলাম। গন্তব্যস্থল ওপার। জঙ্গিপুর সংলগ্ন একটি গ্রামে। বৃষ্টিটা বেশ জোরে নেমে এল। আশ্রয় নিতে হল একটি চায়ের দোকানে। তখনই নজরে পড়ল রিক্সাটি। এক আসন্নপ্রসবা বধূ তার রুগ্না মাকে ধরে কাঁদছেন। রিক্সাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের দিকে। বৃষ্টি-বাদলাকে অগ্রাহ্য করে। মা পরম মমতায় মেয়েকে ধরে আছেন। মনটা বেদনায় ভরে উঠল।

বহুদিন ধরে শুনে আসছি জঙ্গিপুরে (গঙ্গার ওপার) একটি প্রসূতিসদন হবে। জানি না এটা নেতাদের (সমস্ত দ'লর) নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কিনা কারণ নির্বাচন বৈতরণী নিরাপদে পার হবার জন্য এ ধরনের অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। 'নির্বাচন ষ্ট্রাটেজি' তাই বলে। তাই হয় তো নেতারা তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বা জনসভায় এই ধরনের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কতটা বাস্তবায়িত হল সেটা দেখার সময় তাঁদের নাই। কারণ তাঁরা দেশ সেবার কাজে খুবই ব্যস্ত থাকেন।

তবে এটা আমাদের পক্ষে খুবই লজ্জার এবং দুঃখের ব্যাপার যে আমরা আজ পর্যন্ত ওপারের মা বোনেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কোন প্রসূতি-সদন স্থাপন করতে পারিনি। তাই অনেক সময় ঝড়-জল-দুর্যোগ মাথায় করে গঙ্গা পার হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে আসতে হয়। কখনও বিপদ ঘটে। অথচ আমরা কাগজে নেতাদের অনেক মূল্যবান বাণী দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই অঞ্চলের বহু আলোচিত সমস্যাটির এখন পর্যন্ত কোন সুরাহা হল না। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক।

মণি সেন

### বি জে পি ত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান ভারতীয় জনতা পার্টির দুই সক্রিয় সদস্য নারায়ণ কর্মকার ও বিশ্বনাথ প্রামাণিক সম্প্রতি ৪০ জন কর্মীসহ দল ছেড়েছেন। নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার ব্যাপারে নেতারা শৈথিল্য দেখানোয় এই দলত্যাগ। দলত্যাগের পর তারা আর এস পি দলে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

### ছোটকালিয়া নাট্যানুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : অগ্রণী নাট্যসংস্থা সম্প্রতি ছোটকালিয়াই গ্রামে 'সিঁদুর নিও না মুছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এতে পলি পাল, যোগমায়া দাস, অনিন্দ্য সরকার, মৃদুলা প্রামাণিক প্রমুখ অংশ নেন। নাটকটি পরিচালনা করেন অশোক দাস। মফঃস্বল এলাকায় অগ্রণী নাট্য সংস্থার এই আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করে।

### সাংস্কৃতিক সংবাদ

ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু দিন থেকে ফরাক্কা ব্যারেজ নেতাজী ময়দানে প্রত্যহ সকাল বেলায় শিশুদের ফুটবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজের শিশুরা যাতে পরবর্তীকালে ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ দিতে পারে এবং ভালো খেলোয়ার হিসাবে নাম রাখতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.
( A Government of India Enterprise )
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

# TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of document on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20|- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand Dratt in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

Tender will be received upto 11 00 hours. of the respective date of opening of the tender as given below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

| Sl. No. | Name of the work | Estimated cost/ Completion period ( in lakhs ) | E. M. D / Cost of tender paper ( in Rs. ) | Date of opening/ Period for sale of documents |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horticulture Development Work at F. S. T. P. P. NIT No.—FS : 42 : CS : 83·1/T-39/82 | 3·6 Three years | 7200·00/50·00 | 19. 7. 82/ 2. 7. 82 to 17. 7. 82. |
| 2. | Construction of site office at Plant Site. NIT No.—FS : 42 : CS : 106·2/T-40/82 | 32 Six Months | 6,400·00/50·00 | 19. 7. 82/ 2. 7. 82 to 17. 7. 82 |
| 3. | Supply and Installation of 4 Nos. Vertical Turbine Pumps for deep tubewells. NIT No.—FS : 42 : CS : 333 (ii)/T—41/82 | 1·9 Four Months | 3,800·00/50 00 | 26. 7. 82/ 2. 7. 82 to 24. 7. 82 |

## TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. General conditions of contracts can be seen in the Office of the undersigned on any working day during working hours
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompained by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of......................enclosed should be clearly written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power Plant, Dt. Murshidabad : West Bengal
PIN : 742212

## বিনা মেঘে বজ্রপাত

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

খুঁজে পাওয়া যায়নি। এস ইউ সি নেতারাও তাঁর খোঁজ পাননি। তাঁর আত্মীয় স্বজনেরাও জানেন না তিনি কোথায়। সি পি এমের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাবসম্বলিত স্মারক-লিপি সোমবার বিকেলে বহরমপুরে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে পেশ করা হয়েছে। জেলাশাসক না থাকায় অনাস্থা বিষয়ে আলোচনা সভার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতে পারেনি ! বহরমপুর থেকে এক সাংবাদিক বন্ধু জানিয়েছেন জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ ঐ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভায় সমস্ত কাজকর্ম অচল হয়ে পড়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় থাকা সত্বেও পুরকর্মীরা হরিপ্রসাদবাবুর কোন নির্দেশ কার্য্যকরী করতে অস্বীকার করেছেন। পুরকর্মীদের প্রতি সি পি এমের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই অস্বীকৃতি বলে জানা গেছে। বুধবার (আজ, সি পি-এমের যুব সংস্থার পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর পুরসভার সামনে সংখ্যালঘু পুরবোর্ড থেকে পুরপতি হরিপ্রসাদবাবুর পদত্যাগের দাবীতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই বিক্ষোভের সামনে তিনি শুক্রবার পদত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও রাত্রি নাগাদ তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করেন। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাওয়ায় এই মত পরিবর্ত্তন। এদিকে পুরসভার এই অতি নাটকীয় ঘটনাবলীতে সমস্ত মহল হতবাক হয়ে গেছেন। এনিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নানা গুজবও ছড়িয়েছে। দু-চারজন ছাড়া সম্ভবতঃ কেউই এই ঘটনা জানতেন না। এমনকি সমর্থন প্রত্যাহারকারী কমিশনারেরা তাঁদের ঘনিষ্ট মহলের সঙ্গেও এ সম্পর্কে আগে-ভাগে কোন আলোচনা করেননি। সি পি এমের নেতৃত্ব স্থানীয়রাও অনেকে সোমবার বিকেলেই প্রথম অনাস্থা আনার খবর জানতে পারেন। এস ইউ সি এই ঘটনা সম্পর্কে এখনই কোন মুখ খুলতে রাজী হননি। আর এস পি সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ৫ জুলাই এল সি'র সভা ডেকেছেন। পুর-বোর্ডের পদত্যাগী উপ-পুরপতি পরেমেশ পাণ্ডেও এ সম্পর্কে কোনরকম মন্তব্য করতে রাজী হননি। সি পি এম মহল কিন্তু বোর্ড ভেঙ্গে নতুনভাবে তাদের নেতৃত্ব বোর্ডগড়ার খবরে প্রচণ্ড উল্লসিত। অবশ্য দলের পক্ষ থেকে এই ভাঙ্গা গড়া নিয়ে কোনরকম মন্তব্য করা হয়নি। পুর কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকে সি পি এমের বোর্ড গঠনের সম্ভাবনায় উল্লাস প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বোর্ড ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে বোর্ড গঠনের নিশ্চিত সফলতা রাজনৈতিক দিক দিয়ে সি পি এমকে অনেকটা লাভবান করবে।

## পিয়নের ;

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বিট অনুযায়ী। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকায় ডাক বণ্টনে ক্রমাবনতি ঘটছে। দাবী উঠেছে এই এলাকায় আরো দুজন ডাক পিয়ন নিয়োগের। তাহলে অব্যবস্থা সামলানো সম্ভব হবে। ডাক কর্মচারীরাও এই অতিরিক্ত পিয়ন নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার আবেদন জানিয়েছেন। সে আবেদনে ডাক বিভাগের উঁচু তলার অফিসারদের নজর পড়েনি। তাই ডাকবণ্টনে এত অব্যবস্থা। যার খেসারৎ দিচ্ছেন শহরের বিশ-বাইশ হাজার মানুষ। ডাক ও তার বিভাগ দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের উপর থেকে অতিরিক্ত মাশুল আদায় করতে সিদ্ধহস্ত। অথ নরাজ্য ও অব্যবস্থার দিকে তাদের দৃষ্টি না থাকায় পুরবাসীদের মনে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছে।

## প্রধান ঘেরাও

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

ধরে তাদের হয়রান করা হচ্ছে। মজুরদের দাবীমত পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মজুরদের টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও প্রত্যাহৃত হয়। এই ঘেরাওয়ের নেতৃত্ব দেন ইন্দিরা কংগ্রেসীরা। ঐ দিনই পঞ্চায়েতের তিন সদস্য পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে সভা ছেড়ে চলে যান। এদের মধ্যে একজন আর এস পির সদস্যও রয়েছেন। এদিকে ঐ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে বৃক্ষছেদন সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে ব্লকের বিডিও'র কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

# কৃষি সংবাদ

পাটের প্রধান শত্রু বিভিন্ন পোকা। প্রতি বছরই জেলায় পোকার আক্রমণে বেশ ক্ষতি করে। ভাল ফলন পাওয়া এবং উন্নমানের আঁশের জন্য সময়মত রোগ পোকা দমন করুন।

| পোকার নাম | বিবরণ | প্রতিকার: ঔষধের নাম | প্রতিকার: প্রতি লিটার জলে পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| কেড়ি পোকা | চারা ৫-৭ সে মি বয়সে আক্রমণ করে। আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে ঢলে পড়ে এবং শাখা বের হয়। | থায়োডান ৩৫ শতাংশ বা<br>সুমিথায়ন বা একোথায়ন<br>বা ফলিথায়ন বা<br>সেভিন ৫০ শতাংশ বা<br>মেটাসিড | ২ মিলি<br>২ মিলি<br>২ মিলি<br>৫ গ্রাম<br>১ মিলি |
| ঘোড়া বা তিড়িং পোকা | সবুজ রঙের চলার সময় পিঠ উঁচু করে চলে। ডগার পাতা খেতে খেতে নীচের দিকে আসে। গায়ে শুঁয়ো নেই। | নুভান ১০০ ই. সি.<br>নুভাক্রন ৫০ শতাংশ<br>বা মেটাসিড ৫০ শতাংশ<br>বা থায়োডান ৩৫ শতাংশ<br>বা সুমিথায়ন ইত্যাদি | ½ মিলি<br>১ মিলি<br>১ মিলি<br>২ মিলি<br>২ মিলি |
| বিছা পোকা | হলদে রঙের। গায়ে শুঁয়ো আছে। ছোট অবস্থায় একসঙ্গে থাকে। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে সাদা করে দেয়। | কেড়ি পোকার ন্যায় | |
| মাকড় | হলুদ মাকড় খুব ছোট ছোট, খালি চোখে দেখা যায় না। রস চুষে খায় ফলে পাতা কুঁকড়ে সাদাটে হয়ে যায়। খরা বা বৃষ্টি হলে এর আক্রমণ বেশী হয়। | থায়োডান ৩৫ শতাংশ<br>বা কেলথেন বা<br>সালটাফ | ২ মিলি<br>১½ মিলি<br>৩ গ্রাম |

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ
১) গাছের বাড় অনুযায়ী ২৫০—৩০০ লিটার ঔষধ গোলা জল লাগবে ৫০ একর জমি স্প্রে করার জন্য।
২) স্প্রে বিকালের দিকে করা বিধেয়।
৩) স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করতে হবে।
৪) স্প্রে করার সময় ২ শতাংশ ( ১ লিটার জলে ২০ গ্রাম ) ইউরিয়া ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যাবে। চাপান না দিলে একই সঙ্গে স্প্রে করা ভাল তবে ৬০ দিনের পরে আর ইউরিয়া দেওয়া যাবে না।
৫) সপ্তাহে একদিন ক্ষেতে নজর রাখুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ